তারিখ 1 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১ ১৬ কলাম ৪

সংবাদ

পরীক্ষার হলে নকল ঠেকাতে গিয়ে হামলার শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা

—— সাধারণ শিক্ষকসমাজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পরীক্ষার হলে নকল ঠেকাতে গিয়ে বারবার নির্যাতিত হচ্ছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সরকারি কলেজের শিক্ষক) সদস্যরা। এখন তারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগছেন বলে দাবি করেছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

গতকাল নেত্রকোণা সরকারি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিষয়ের প্রভাষক ওমর ফারুককে পিটিয়েছে সন্ত্রাসীরা। উচ্চমাধ্যমিকের রসায়ন পরীক্ষা শেষে বাসায় ফেরার পথে কতিপয় বহিরাগত সন্ত্রাসী আক্রমণ করলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরীক্ষা হলে নকল করতে বাধা দেয়ায় ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা শিক্ষককে পিটিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছে।

গতকাল শিক্ষা সমিতির এক সংবাদ বিবৃতিতে এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে আরও বলা হয়, 'সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা বেড়ে গেছে। ময়মনসিংহের গফরগাঁও সরকারি কলেজে ইংরেজি বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক কাজী জাকিয়া ফেরদৌসীকে সন্ত্রাসীরা ছুরিকাঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গফরগাঁও থানায় মামলা করা হয়েছে। এ মামলায় কয়েকজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হলেও দ্রুত তারা জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসে। এখন তারা প্রকাশ্যে কলেজ অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে।'

শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার ও মহাসচিব শাহেদুল কবির চৌধুরী

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

পরীক্ষা : হলে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে জানানো হয়, 'গত ১৯ এপ্রিল আরেকটি ঘটনায় সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের রসায়ন বিষয়ের প্রভাষক আবু শহিদ কলেজের সন্নিকটে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। জয়পুরহাট সরকারি কলেজেও শিক্ষকরা হামলার শিকারসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকির মুখে রয়েছেন। এ ধরনের সন্ত্রাসী আক্রমণের ফলে সারাদেশে শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন।'

অতীতে শিক্ষা ক্যাডার সদস্যরা নিরপেক্ষভাবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন, সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা, ইভটিজিং প্রতিরোধসহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্ত্রাসী আক্রমণে নিহত বা আহত বা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, 'সমিতি মনে করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনই ঘটত না। এ ঘটনাসহ সকল ঘটনার দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচার না হলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হবে।'

প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সংবাদকে বলেন, 'এভাবে শিক্ষকরা নির্যাতিন হতে থাকলে পরীক্ষা হলে কেইউ দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী হবেন না। তাই অবিলম্বে শিক্ষক নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা সমিতি কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।'